গণিতপরিক্রমা ২৫শ খণ্ড ২০১৫ পৃ. ৫৩-৫৫

স্মরণ

স্মৃতিতে ভাস্বর অধ্যাপক শহীদুল[†]

অধ্যাপক এম শামসুর রহমান

আজ ২৯ সেপ্টেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের অধ্যাপক আ ম ম শহীদুল্লার পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী। আমার অগ্রজপ্রতিম গণিত অঙ্গনের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক শহীদুল্লা ২০১০-এর এই দিনে পৃথিবীর ধূলিধূসরিত রৌদ্রকরোজ্জল সংসারের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন অনন্তের কল্যাণলোকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের (২০০৩) পর তিনি ঢাকার হাতিরপুল সেন্ট্রাল রোডের বাসায় আমৃত্যু বসবাস করতে থাকেন। তার শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়িষ্ণুতা বেড়ে চলে। এবং দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভোগেন। তিনি স্ত্রী, এক কন্যা, এক পুত্র রেখে গেছেন। গণিতজ্ঞ স্ত্রী অধ্যাপিকা যোবেদা আখতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

শহীদুল্লা স্যারের কর্মজীবন ছিল বহুমুখী। ছাত্র শিক্ষক অফিসার কর্মচারী সবাই তাদের প্রিয় এই সুদর্শন শিক্ষকের শিষ্ট আচরণে মুগ্ধ হতেন। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমাজসেবকও। মানুষের সমস্যা নিরসনে, মানুষের কল্যাণে তিনি তার অকৃপণ সাহায্যহস্ত বাড়িয়ে দিতেন।

আ ম ম শহীদুল্লার প্রথম চাকরিস্থল ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী কলেজ। এরপর চার দশক তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগে অধ্যাপনা করেন। আশির দশকের প্রথমভাগে বিভাগের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। একজন সফল শিক্ষক হিসেবে তার নামডাক ছিল। তিনি স্নাতক পর্যায়ের গণিত বিষয়ক কয়েকটি পুস্তক প্রণেতা (সহগ্রন্থকার পি কে ভট্টাচার্য্য)।

[†] লেখাটি ৩০ সেপ্টেম্বর '১৫ তারিখের 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। গুণগ্রাহী পাঠকবর্গের অনুরোধে এটি কিছু কথার সংযোজনে, সম্পাদনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে, পরিক্রমায় পুনর্প্রকাশ করা হলো।

-সম্পাদক

তিনি ছিলেন বাংলাদেশ গণিত সমিতির সম্পাদক (১৯৮৩-৮৫)। কখনো কখনো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাবের অন্যতম নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের সাথেও সংশ্লিষ্ট থাকতেন। বাংলা ক্যালেন্ডার সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকার গঠিত টাস্কফোর্সের তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য।

একজন স্পষ্টবাদীরূপে অধ্যাপক শহীদুল্লার বিশেষ পরিচিতি ছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার কণ্ঠ ছিল সোচ্চার। বক্তৃতা-বিবৃতিতেও তিনি ছিলেন পারঙ্গম।

দৈনিক ইত্তেফাকের উপদেষ্টা (প্রয়াত) হাবিবুর রহমান মিলন (মৃত্যু ১৪ জুন ২০১৫) ছিলেন তার বন্ধু সহপাঠী। [জনাব হাবিবুর রহমান মিলন সাংবাদিকতায় ২০১৫-একুশে পদকে ভূষিত হন।]

পাকিস্তানের ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাট চুকিয়ে ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগে আমার যোগদান। সেই থেকে দেখেছি, বিভাগের ঐতিহ্য, বিভাগের সংস্কৃতি লালন ও বিকশিত করার লক্ষ্যে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। উচ্চশিক্ষার্থে যুক্তরাজ্যে সপরিবারে তার অবস্থানকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতি পেয়ে আমি চলে আসি (১৯৭৫)।

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের স্বাধীনতার সপক্ষে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। বলা অত্যুক্তি হবে না, অধ্যাপক শহীদুল্লা ছিলেন একজন মানবতাবাদী ও সচেতন নাগরিক। এই মানুষটির প্রতি, এই মনস্বী শিক্ষাবিদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের ভালবাসা ছিল অগাধ, শ্রদ্ধা ছিল গভীর।

বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি হিসেবে আমার কার্যকালে (২০০৮, ২০০৯) প্রথমবারের মতো সমিতি ১৯ জন বর্ষীয়ান গণিতবিদকে সম্মাননা প্রদান করে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে আয়োজিত এই মহতী ও প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। পরে আরও ১ জনকে সম্মাননা দেয়া হয়। যেসব গণিতবিদ সম্মাননায় ভূষিত হন অধ্যাপক শহীদুল্লা তাদের অন্যতম। মাত্র অর্ধযুগ সময়ে অধ্যাপক শহীদুল্লাসহ সম্মাননাপ্রাপ্ত গণিতবিদদের ৯ জনই ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

ঢা বি উপাচার্য অধ্যাপক সিদ্দিক তার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার আলীনগর গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

অধ্যাপক শহীদুল্লার বিশেষ প্রিয় মানুষ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তারই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক (পরবর্তীকালে) কানাডার কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয় গণিত ও পরিসংখ্যানের স্বনামখ্যাত প্রফেসর মীজান রহমান (মৃত্যু : অটোয়া, কানাডা ৫ জানুয়ারি ২০১৫)।

অধ্যাপক শহীদুল্লার মৃত্যু অকাল মৃত্যু নয়। তিনি দীর্ঘ আয়ু (৭৪) লাভ করেন। জীবন সংগ্রামে জয়ী হন। আর জয়ী হয়েছেন গণিতের জন্য ভালবাসায় উজ্জীবিত কর্মের সাধনায়। আমরা তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। শোকাহত স্বজনদের জানাই গভীর সমবেদনা। পরম শ্রদ্ধা নিবেদনে স্মরণ করি শিক্ষার নিমগ্ন ধ্যানী বড়মাপের এই মানুষটিকে।

লেখক : ফেলো, ওয়ার্ল্ড ইনোভেশন ফাউন্ডেশন ও
সাবেক অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।